

## কোন দখে আওয়ামী লীগ?

২৪ ডিসেম্বর, ২০০৬

গতকাল বাংলাদেশের বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকায় আওয়ামী লীগকে নিয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা গভীরভাবে বিচলিত এবং হতাশাগ্রস্ত। যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ একটি কুখ্যাত মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে এই মর্মে ঐকমত্যে পৌঁছেছে এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে যে, পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী হলে রাষ্ট্রীয় আইনের বাইরে গিয়ে মোল্লাদেরকে ফতোয়া জারীর বৈধ অধিকার প্রদান করবে।

সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ইসলাম ধর্ম, নবী মোহাম্মদ এবং তার সাহাবাদের প্রতি যে কোন ধরনের সমালোচনাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে এই মর্মে সংসদে আইন পাশ করবে। চুক্তিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, কেউ নবী মোহাম্মদকে শেষ নবী বলে মেনে না নিলে যেমন কাদিয়ানীরা করে থাকে, তাদেরকে অ-মুসলিম বলে ঘোষণা করা হবে। মোদ্দা কথা, নির্বাচনে জয়ী হলে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের কুখ্যাত ব্লাশফেমি আইনের মতই আইন বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রত্যাশাকারীদের কাছে এটি একটি বিরাট আঘাত। আমরা এ কথা বলছি এ কারণে যে, এই সমঝোতার মাধ্যমে আওয়ামী নেতৃত্ব নিজেদেরকে এমনই অবস্থানে নিয়ে গেছেন যে, যেখানে আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী কৌশলের সাথে ইসলাম-পন্থী বিএনপি এবং মৌলবাদী জামাতে ইসলামীর মধ্যে পরিষ্কার সীমারেখা টানা দুরূহ হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অনেকেরই ধারণা এই যে, এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে পছন্দের তালিকায় আওয়ামী লীগের অবস্থান সর্বনিম্নে চলে গেছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বেশ কিছু দিন ধরেই এই মৌলবাদী ইসলামী দলগুলো সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং মুক্তচিন্তার প্রতি হুমকি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। আহমদ শরীফ, হুমায়ূন আজাদ, তসলিমা নাসরিন এবং অন্যান্য প্রগতিশীল ও ধর্ম নিরপেক্ষ লেখক এবং কর্মীদের উপর মৌলবাদীদের হামলাই প্রমাণ করে যে, মৌলবাদী এই গোষ্ঠী দেশকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আমাদের দুঃশ্চিন্তা তাই শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য নয়, বরং সমগ্র জাতির ভবিষ্যতের জন্য, ধর্ম নিরপেক্ষতার শেষ চিহ্নটুকুকে বাংলাদেশ টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছুক কিনা। গত পাঁচ বছরের বি এন পি-জামাতের শাসনামলে সমাজ ইতোমধ্যেই ধর্মীয় বিষয়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগ এমনই এক উগ্র ইসলামী দলের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যাদের সমর্থকরা এক সময় ঢাকার রাজপথে ‘আমরা হবো তালিবান, বাংলা হবে আফগান’ শ্লোগানে মুখরিত করে তুলেছিল। একই ব্যক্তির কাদিয়ানীদের অ-মুসলিম ঘোষণার দাবীতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ধর্ম নিরপেক্ষ

রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তাদের ঘৃণা বাংলাদেশে কখনই গোপন ছিল না। কাজেই, এই চুক্তি যে জাতিকে অন্ধকারের অতলতলে নিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা মৌলবাদী ইসলামী দলগুলোর সাথে আওয়ামী লীগের এই চুক্তিকে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং ধর্ম নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ গঠনে আওয়ামী নেতৃত্বের বিচক্ষণতা এবং নৈতিক সদিচ্ছার বিষয়ে সুগভীর সন্দেহ পোষন করছি। অনতি বিলম্বে আমরা আওয়ামী লীগকে এই চুক্তি বাতিল করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধর্ম-নিরপেক্ষতার স্বার্থে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলোকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর জন্যও আমরা আবেদন জানাচ্ছি। সেই সাথে বাক ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বাংলাদেশীদেরকে এর বিপক্ষে সরব হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়, জাতির প্রাপ্য আরো ভাল কিছু।

মুক্ত-মনা মডারেশন টিম